বিরস বাংলার সরস কথা

মার্চ্চ – ১৯৭২

❋ চমৎকার ❋

সেদিন দুই ভদ্রলোক চুপি চুপি কথা বলছিল নিরালায়
এদিক ওদিক দেখছিল আবার কেহনা শুনিতে পায়।
কি দাদা, এবার ভোটের বাজার কাটল কেমন ভাবে
আর বলো নাক ভাই বেফাঁস বলে কি প্রাণটা বেঘোরে যাবে
ভোট কাকে দিলেন, দিলেন কিনা দিলেন ও কথায় কাজ নাই
তার চেয়ে বরং জোরে জোরে বলুন আমরা শান্তি চাই
অল্প অল্প বয়সী ছেলেরা যে ভাবে যা কথা কয়
পথে ঘাটে চলি কিছু নাহি বলি প্রাণে সদা ভয় ভয়
মোটা মোটা সব জুলফি দু গালে নেমেছে কর্ণ মূলে
ইয়াঙ্কী প্যাণ্ট মেয়েলী সার্টের চলেছে কলার তুলে
উস্‌খো খুস্‌কো মাথা ভরা চুল ঘাড়েতে গিয়েছে নেমে
দেখে মনে হয় ভারতীয় হিপী ভয়ে উঠি ঘেমে ঘেমে
হাতে তাহাদের সুদৃশ্য ডাইরী নয়ত রেক্সিনে মোড়া খাতা
একটি মুখেতে তুবড়ীর মত ছুটিছে হাজার কথা।
এই বাংলায় কহিতেছে কথা আবার হিন্দী কহিতেছে এই
মনে মনে ভাবি বাঃ চমৎকার এইত বাঙ্গালী সেই।
ওদের কাণ্ড দেখে যাই আমি শুধু চুপচাপ থেকে
পৃথিবীতে কেহ চাহে না নিজের বিপদ আনিতে ডেকে।

লেখক—শ্রীকুমার পাঠক

মূল্য দশ পয়সা

আশ্চর্য্য !

স্থান—রায়বাহাদুরের কক্ষ। দূর থেকে অস্পষ্ট শ্লোগান ভেসে আসছে।..... রুখবোই রুখবো !.....যুগ যুগ জিও ! বিচলিত রায় বাহাদুর.....

রায়—ওই ! ওই ! সম্রাজ্ঞীর সবুজ সঙ্কেত ! সুরু হল এই রাজ্যে সবুজ বিপ্লব। দিকে দিকে নবীনের অভিযান, জাগ্রত যুবশক্তির অটল প্রতিজ্ঞায় দুর্দ্ধর্ষ বিরোধী পক্ষ পর্য্যুদস্ত করি অচিরে উড়াব শূন্যে বিজয় পতাকা।

(সেনাপতি দেবব্রতর প্রবেশ)

দেব—জনগণমন অধিনায়ক জয় হে নব-যুব সবুজের নব নেতা আমাদের কণ্ঠে রক্তগোলাপ মালা...লহ কপালেতে চন্দন, আর লহ অভিনন্দন।

রায়—একি দেবব্রত—রক্তগোলাপ !

দেব—হ্যা মহারাজ, এ আমাদের জয়মালা। এবারের যুদ্ধ আমরা বিপক্ষ দলকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে এ রাজ্য জয় করেছি। সেই বিজয়ের জয়মাল্য এই রক্তগোলাপ।

রায়—আর রক্ত নয় বন্ধু ! মশান্তির কালরাত্রির হল অবসান। এল আজি সুন্দর প্রভাত সাথে করে মেঘমুক্ত নির্ম্মল আকাশ। সহস্র কণ্ঠে বল, শান্তি চাই মোরা। এখন ভীত সন্ত্রস্ত মুমূর্ষু জনতার মুখে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা। পুত্রহারা স্বামীহারা করুণ ক্রন্দনে সিক্ত জননীকে দিতে হবে স্বস্তির সান্ত্বনা। বলতে হবে—

ওরে নব ! ওরে যুব !
ওরে সবুজ ! ওরে আমার কাঁচা
আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।

(সুপ্রিয়র প্রবেশ)

সু—আধমরাদের ঘা মারলে যে ওরা মরে যাবে মহারাজ।
বরং বলুন ! ওরে নব ! ওরে যুব !
ওরে কচি ! কাঁচা
আধমরাদের খাদ্য দিয়ে
আর চাকরী দিয়ে বাঁচা।
মোদের কাছে সবাই সমান
রাম আর রহিম চাচা।

রায়—ঠিক বলেছ সুপ্রিয়। গণতন্ত্রের মহান আদর্শে সবাই সমান পরাজিত বিরোধী পক্ষেরও আমরা সহযোগীতা কামনা করি।

সু—মহারাজ !

রায়—বল সুপ্রিয় !

সু—এবার শূন্য রাজসিংহাসন আপনি পূর্ণ করুন।

রায়—জান সুপ্রিয়, কত স্মৃতি বিজড়িত এ রাজ্যের রাজ-সিংহাসনে। দুর্দান্ত বিরোধী পক্ষের প্রবল প্রতাপে কত রাত্রি কাটিয়েছে কত বিনিদ্র রজনী। আরামবাগের বীর যোধা পরাজিত হয়ে গিয়েছিল ফিরে। মেদিনীপুরের সদাচারী ব্রাহ্মণ তনয় মনোদুঃখে উপবাস করি স্বেচ্ছায়

সিংহাসন ত্যজি গেল বনবাসে আরো কত অলিখিত নেপথ্য কাহিনী রয়েছে ইহার, তবে এবার ভীত নই আমি, ধর্ম্মযুদ্ধে নিরঙ্কুশ সংখ্যাধিক্য লভিয়াছি মোরা।

(নেপথ্যে গান শোনা গেল)

ভাইরে মানুষ নাইরে দেশে
হেথা কেবল ফাঁকী কেবল মেকী
যে যার মজে আপন রসে,
মানুষ নাইরে দেশে।

রায়—কে! কে তুমি! এ মঙ্গল মুহূর্ত্তে গাও অমঙ্গল সঙ্গীত।

(বামাপদর প্রবেশ)

বামাপদ—আমি বামাপদ।

রায়—কি চান আপনি।

বামাপদ—জানাতে এলাম এটা ধর্ম্মযুদ্ধ হয়নি মোটেই। সম্পূর্ণটাই ইচ্ছামত হয়েছে সাজানো, সবটাই কারচুপী ভরা। এ রাজসভায় শূন্য রবে মোদের আসন।

রায়—অভিযোগ বিচারালয়ের বিচার্য্য বিষয়। তার জন্য রাজসভা বর্জনের কিবা প্রয়োজন?

বামাপদ—এ রাজসভা জনগণের মনঃপুত নয় তাই করিব বর্জন। (প্রস্থান)

রায়—শুনুন, শুনুন! যা চলে গেল, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ জনগণ, আর জনগণ, সকলেরই কণ্ঠে শুনি জনগণের প্রতিধ্বনি! সুপ্রিয়!

সু—বলুন মহারাজ।

রায়—আচ্ছা বলতে পার জনগণ কি চায়।

সু—স্থায়ী সরকার আর শান্তি।

রায়—তাত ওরা পেয়েছে, তবে নেই কেন দিকে দিকে জনতার স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিজয় উচ্ছাস ' লক্ষ লক্ষ জনসমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে নেই কেন বিজয়ের আনন্দ কল্লোল।

সু—মহারাজ, জনগণ ক্লান্ত, শ্রান্ত, বিভ্রান্ত এই দুর্দান্ত সমরে, তাই তারা আসে নিক বিজয় উল্লাসে।

(জনৈকের প্রবেশ)

রায়—(জনৈককে দেখে) কে! কে ওখানে! মালা হাতে একাকী দাঁড়ায়ে, ছিন্ন বসন, রুক্ষ কেশ, জীর্ণ তনু পান্তর বয়ানে—নির্নিমেষে রহিয়াছে চাহি এইদিকে। দেখত সুপ্রিয় উনি কে?

সু—আপনি কে? কাকে চান আপনি। "নো এ্যাডমিশন" লেখা এ রাজমহলে কি করেইবা প্রবেশ করলেন?

জনৈক—আমি জনগণ হুজুর, দোহাই আপনার অপরাধ নেবেন না। বহুদিন পর আপনারা ফিরে এসেছেন তাই দেখতে এলাম।

রায়—আসুন, আসুন, কি সৌভাগ্য আমাদের বসুন, এ সবই ত আপনাদের। গরীব মানুষের বহুদিনের সঞ্চিত আশা—আকাঙ্খাকে আমরা সার্থক করে তুলব। গরিবী হটিয়ে—সমস্ত দুশ্চিন্তার কালোরাত্রির অবসান ঘটিয়ে আমরা এ

রাজ্যে নূতন যুগ, নূতন গতিবেগ সঞ্চার করব। কর্ম্মহীনে দেব কাজ, জমিতে জমিতে ফলাব ফসল, গৃহে গৃহে জ্বালাব আলো। তবে সময় লাগবে। এবার আপনি বলতে চান বলুন।

জনৈক—(নির্ব্বাক)

রায়—আপনার কোনও ভয় নেই, সমস্ত অনাচার অত্যাচার অবিচার নির্বিচারে করিব দমন। আপনি নির্ভয়ে বলুন।

জনৈক—(নির্ব্বাক)

রায়—সুপ্রিয় মনে হচ্ছে উনি ক্ষুধার্ত্ত কিছু খাদ্যের ব্যবস্থা কর।

(সুপ্রিয়র প্রস্থান)

রায়—আপনি বসুন, আমি আপনার জন্য একখানি বস্ত্র নিয়ে আসি (প্রস্থান)

(পরক্ষণেই বস্ত্র এবং খাদ্য হাতে উভয়ের প্রবেশ)

রায়—কই জনগণ গেল কোথায়। মনে হচ্ছে লোকটা দারুন ভয় পেয়েছে। ডাক ডাকত সুপ্রিয় (দুজনেই চিৎকার করে ডাকল) জন···গ···ণ···! হঠাৎ দেয়াল থেকে ভীষণ অট্টহাসি ভেসে এল)

—হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ

রায়—কে! কে আপনি!

জনৈক—আমি, জনগণের প্রেতাত্মা। আমি কোনও দলেই নেই, তাই আমায় কেউ শহীদ করেনি। পারেন একটা নির্দলীয় শহীদ বেদী তৈরী ক'রবেন। ছিলাম ভালই,

মাটী খুড়ে আমায় বের করেছেন ভাই একবার ঘুরে গেলাম। আপনারা বলছেন সব করবেন। কিন্তু সময় লাগবে। এ কথা পূর্ব্বেও বহুবার শুনেছি। আমার দুটি পুত্র রেখে এসেছি। একটি পালিয়ে বেড়াচ্ছে আর একটি বেকার হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পারেনত তাকে খুজে বের করে একটা চাকরী দিয়ে দেবেন। পথে ঘাটে তাকে খুজলেই পাবেন। (ধীরে ধীরে ছায়া মূর্ত্তি মিলিয়ে যাবে) রায়—আশ্চর্য্য!

আর কতকাল!

নব যৌবন জল তরঙ্গ বঙ্গে রঙ্গে ধায়
চল-চঞ্চল-চকিত চপল
নব যুবা মিলি সুনামের ভার লভিয়াছে বাংলায়।
অরুণ বরুণ তরুণের দল
বসিয়া আসনে নূতন জীবন সৃজন করিতে চায়
নূতন জোয়ার আসিতেছে বুঝি ভাগী রথী-গঙ্গায়।
গাছে গাছে নব সবুজ পাতার উঠিতেছে দুলে দুলে
পাখীদের গানে মুখরিত বন, ভরে গেছে ফুলে ফুলে
দেখ চেয়ে দেখ এল বসন্ত
দেখ নীলাকাশ কত প্রশান্ত
তোমরা এসেছ কাল-বৈশাখীর প্রচণ্ড ঝড় তুলে
আমার স্বাস্থ্য ফিরেছে বল নাক ভাই ভেজালে গিয়েছি ফুলে
নেহরু এলেন কল কারখানা অনেক উঠিল গড়
রুগ্ন জীর্ণ গ্রামের চাষীরা পিছনে র হল পড়ে

বেড়ে গেল দেশে কলের শ্রমিক
সমস্যা ছেয়ে এল চারিদিকে
শাস্ত্রীজী এলেন "জয় কিষাণ এই মন্ত্র মুখেতে করে
"গরিবী হটাও" এ নূতন মন্ত্র শুনি আজ দেশ জুড়ে।
গরিবী হটাও বেকারী হটাও হটাও মুনাফাখোরী
পুরানো আমলা হটাও সকলে হটাও মজুত দারী
ঘুষখায় যারা হটাও তাদের
কোটী কোটী টাকা ব্যঙ্কে যাদের,
চোর বাটপাড় সমাজ বিরোধী যত জাল জুয়াচুরি
হটাও তাদের বসে বসে যারা করছে পকেট ভারি।
আড়ালে বসিয়া অট্ট হাসিছে ঝুটলাল আগরওলা
তুমি ও কি তার কণ্ঠে পরাবে রজনী গন্ধা মালা ?
তব সাক্ষাৎ রহিবে গোপন
করে, "শেঠজী আছেন কেমন"!
আমরা এসেছি আপনার মোর মুনাফা লোটার পালা
তুমি ও কি ভাই ভাবিবে বসিয়া মন্ত্রী-হওয়ার জ্বালা ?
চেয়ে দেখ ভাই কোটী কোটী লোকের সিক্ত আঁখির কোণে
শত বঞ্চনার আগ্নেয়গিরী জমে আছে মনে মনে
ওদের আর কত সান্ত্বনা দিবে
কত দিনে বল গরিবী হটাবে ?
ক্ষুধার্ত্তদের পেট কি ভরিবে তব বাণী শুনে শুনে
বল আর কতকাল গরিবেরা যাবে কেবলই প্রহর গুণে ?

রঞ্জিত পাঠক কর্ত্তৃক টাউন প্রেস দমদম হইতে মুদ্রিত ও ৭৪ নং নিলমণি
মল্লিক লেন হাওড়া হইতে প্রকাশিত।